আড্ডা .... হায় হায় সংবিধান ...

নজমুস সাকিব

নোটিশ ঃ আড্ডা প্রবাসী বাঙালী জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্দ্য অংগ। রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমন কিছু নেই যেটা আলোচনা হয় না আড্ডায়। জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও মতামতের সাথে অনুমান ও আবেগভিত্তিক তথ্য ও মতামতের ছড়াছড়ি থাকে সেখানে। জীবনের এই জলছবিকে ধরার জন্যে বর্তমান ধারাবাহিক গল্পের অবতারণা। এর চরিত্রগুলো কাল্পনিক। চরিত্রগুলোর মতামত সাধারণ মানুষের মতামত– পণ্ডিতের গবেষণালব্ধ মতামত নয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে ভুল ও সঠিক তথ্যপ্রবাহ কিংবা প্রপাগাণ্ডার প্রভাবে গল্পের চরিত্রগুলোর মতামত বদলায়, যেমন বদলায় জীবনের রং।

ডিজনীল্যান্ডের হোটেলে বসে মামুন ভাবছিল আজকের ভোজসভায় দেয়া Secretary of Interior (আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী) Gale Norton এর বক্তৃতার কথা। পেশায় আইনজীবি মহিলা কি চমৎকার বক্তৃতাই না দিলেন প্রকৌশলী আর পরিকল্পনাবিদদের কনফারেন্সে। প্রেসিডেন্ট বুশের ১৪ জন মন্ত্রীর একজন গেইল নর্টন। ৭০,০০০ কর্মচারী আর ২০০,০০০ স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে গঠিত মন্ত্রণালয়ে ১৩ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক বাজেট দেখাশোনা করেন তিনি। এই মন্ত্রণালয়ের ১৫৩ বছরের ইতিহাসে গেইলই প্রথম মহিলা মন্ত্রী। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছে মামুন তার বক্তৃতা, কেননা এতে ছিল ক্যালিফোর্ণিয়ার পানি সমস্যা সমাধানে তার মন্ত্রণালয়ের ভিশন, ভূমিকা ও পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। ভাবতে ভাবতে মামুনের মনে পড়ে গেল দু'বছর আগে শোনা বাংলাদেশী এক মন্ত্রীর বক্তৃতা - সিলিকন ভ্যালীতে তথ্যপ্রকৌশলীদের বিশাল এক কনফারেন্সে। তথ্যবিহীন, অসার, ও ফাঁকা - কি হতাশাসঞ্চারীই না ছিল সেই বক্তৃতা। মামুন মনে মনে ভাবল কোন্ কথাটা ঠিক - "যেমন দেশ, তেমন মন্ত্রী" না কি "যেমন মন্ত্রী, তেমন দেশ"। মনে হলো শেষের কথাটাই ঠিক - ভালো নেতা পেলে দেশ ভালো হবে না কেন - যেমন মালয়েশিয়া।

দেশের কথা মনে পড়তেই মামুনের খেয়াল হলো কনফারেন্সের ব্যস্ততায় গত তিনদিন যাবৎ ই-মেইল দেখা হয়নি। সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসদমন অভিযান নিয়ে মামুন কয়েকজন বন্ধুর সাথে একটা ইলেকট্রনিক আড্ডায় মেতে উঠেছে সম্প্রতি। ল্যাপটপটা ইন্টারনেটে কানেক্ট করে ই-মেইলের সংখ্যা দেখে গাবড়ে গেল মামুন। এত ই-মেইল পড়বে কখন? শাহেদ লিখেছে - "সেনাবাহিনী নিয়োগ বেআইনী ও অসংবিধানিক। দেশের লোক খুশী হল বলেই কি জনপ্রিয়তার মানদন্ডে আমরা নির্ধারণ করব কোন্ কাজটা ঠিক আর কোন্টা বেঠিক। এই যে ২৪ দিনে ২৪টা লোককে মেরে ফেলল সেনা বাবাজীরা - এটা ত' বেসরকারী সন্ত্রাসের বদলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। শুনেছি এদের ১৬ জনের বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও নাকি নেই। তাছাড়া অপরাধীদেরও ত' রয়েছে মানবাধিকার। আর ক'জন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীকেই বা ধরেছে সেনাবাহিনী? এরা ব্যারাকে ফিরে গেলে কে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে? না কি আমাদের বীর সেনানীরা বারবার নামবেন রাজপথে আমাদেরকে পিটিয়ে হেদায়েত করার জন্যে। এরকম বেআইনী ও বেধড়ক নির্যাতনের বদৌলতে পাওয়া সাময়িক স্বস্তির পিচ্ছিল রাস্তা ধরে আমরা না আবার ৭০ আর ৮০র দশকের ল্যাটিন আমেরিকা বনে যাই। ভুলে যেওনা দেশকে ঠিক রাস্তায় আনার নাম করে সামরিক বাহিনী চিলি, আর্জেন্টিনা, আর এল সালভাদরে কি করেছে।" শান্তা শাহেদকে সমর্থন দিয়ে লিখেছে "মনে হচ্ছে আমরা right actions আর right results এর মধ্যেকার তফাৎ ভুলতে বসেছি। তোমরা যারা Costa Gavras এর Missing ছবিটা দেখোনি, দেখে নিও। আমার টাকা থাকলে আমি প্রত্যেক মৃতব্যক্তির নামে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতাম।" কানাডা থেকে সদ্যফেরত ফারহানা হাইজ্যাকিংয়ে সোনার চেইন খোয়ানোর বেদনায় শয্যাশায়ী অবস্হায় ঢাকা থেকে লিখেছে -"গুলি- মারি অপরাধীদের মানবাধিকারে। How about লাখ লাখ জনতার মানবাধিকার - রাস্তায় চলবার, গয়না পরবার, ব্যবসা করবার, ও নিশ্চিন্তে ঘুমুবার। কার অধিকারটা বড়? তোমরাও কি তোমাদের মানবাধিকারের তথাকথিত স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় সন্ত্রাসীদের ভয়ে Patriot Law বা Terrorist Act এর মত আইনের কাছে বিকিয়ে দাওনি অনেক Civil Liberties?"

ফরিদ লিখেছে -"আমি একমত যে সেনারা যা করছে তা অন্যায় ও বেআইনী। কিন্তু কেবল তর্কের খাতিরে তোমাদের সাথে কিছু ভাবনা শেয়ার করতে চাই - যাতে আমরা বাস্তববিচ্ছিন্ন ইন্টেলেকচুয়েলদের মত অন্ধের হস্তীদর্শনে মগ্ন হয়ে না পড়ি। গত কয়েকমাসের সন্ত্রাসের হিসেব করলে বুঝতে পারবে যে দেশ একটা ক্রাইসিসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। গড়ে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ জন করে খুন হচ্ছিল সন্ত্রাসীদের হাতে। অর্থাৎ সেনা অভিযানের এই ২৫ দিনে মারা যেত প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ লোক - যার বেশীর ভাগই নিরীহ। আর ধর্ষণ, ডাকাতি ও চাঁদাবাজির কথা না হয় বাদই দিলাম। সেই তুলনায় সেনানির্যাতনে মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। তাই বলে আমি সেটাকে সমর্থন করছি না, কিন্তু বলতে চাচ্ছি যে ভুক্তভোগী কেউ যদি এটাকে আমেরিকান ভাষায় Collateral Damage বলতে চায়, তাহলে কি খুব দোষের হবে! তাছাড়া সরকারের কিইবা অপশন ছিল - কিছু না করলে আর চলছিল না; পরিস্হিতি এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে পুলিশ বা বিডিআর দিয়ে কিছু হত না; জরুরী অবস্হা বা সামরিক আইন ঘোষণা করলে আমরা সবাই মানবাধিকার হারাতাম; সরকারী দল থেকে সকল সন্ত্রাসীকে বের করে দিলে বিরোধী দল অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সরকারের পতন ঘটিয়ে দিত; পুলিশবাহিনীতে সংস্কার বা রাজনৈতিকদলে সংস্কার - সর্বশ্রেষ্ঠ অপশন, কিন্তু আকাশকুসুম কল্পনা; বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ - সময়সাপেক্ষ ব্যাপার - সব সরকারই গড়িমসি করছে এ নিয়ে। বোধকরি সরকার চিন্তাভাবনা করে একটি মধ্যপন্হা নিয়েছে। তবে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেয়া উচিত হয়নি। Amnesty International বা European Union যেরকম নিন্দা করছে আমাদের, সেটা সহজেই এড়ানো যেত।"

ই-মেইল পড়তে পড়তে ক্লান্ত মামুন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে দেখতে পেল সে গাড়ী করে যাচ্ছে ত' যাচ্ছেই ... হঠাৎ একটা সাইনবোর্ড সামনে এল - তাতে বড় করে লিখা Welcome to Natore । মামুন একটু নড়েচড়ে বসল- এই বুঝি সেই বিখ্যাত বনলতা সেনের দেশ। মনে মনে আওড়ালো - "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।" ধীরে ধীরে সে গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ ছাড়িয়ে শহরের ভিতর ঢুকে পড়ল। দেখে অবাক হল একটা লোক বাঘের পিঠে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক। তার আশেপাশে ব্যস্তগতিতে চলাচল করছে রংবেরংএর কাপড় পরা পুরুষ ও মহিলারা। গাড়ী থেকে নেমে মামুন কৌতূহলভরে বাঘের পিঠের সওয়ারীর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয়

দিল। লোকটি বলল - "আমার নাম আবদুস সালাম। আমি নাটোরের 'লাঠি-বাঁশি সমিতি'র উজ্জীবক-অনুঘটক সভাপতি। সারা জেলা জুড়ে আমাদের ৩০টির বেশী ইউনিট আছে যার সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। আমরা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের এলাকাছাড়া করেছি। আপনি বিদেশ থেকে এসেছেন - কিন্তু কোন ভয় নেই। নিরাপদে নাটোরের যেখানে সেখানে যেতে পারেন।"

মামুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল - "আপনারা কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করলেন?" লোকটি বলল - "তিনবছর আগে ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে বাঘের পিঠে করেই আমাদের যাত্রা শুরু। সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজির অত্যাচারে অতিষ্ঠ আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। নিজেদের লাঠি বাঁশি নিয়ে আমরা সংঘবদ্ধ হই। জনগণের সংগঠিত শক্তি যে সামাজিক 'পুঁজি' বা Social Capital তৈরী করে তার অসাধারণ ক্ষমতা আমরা একবার প্রমাণ করেছি ১৯৭১এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে, এবার আবার প্রমাণ করলাম আমাদের জেলাকে সন্ত্রাসমুক্ত করে।"

মামুন জিজ্ঞেস করল - "তা সন্ত্রাসদমনে সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে আপনার কি মতামত?"

লোকটি হঠাৎ করে রেগে গেল, কড়া সুরে উত্তর দিল -"আপনারা প্রবাসীদের নিয়ে হয়েছে এই বিপদ। আপনারা কাজের চেয়ে তর্ক করতে বেশী ভালবাসেন। সভ্যদেশের নিরাপদ ছাউনিতে বসে Cross Fire, Larry King Live, Night Line ইত্যাদি দেখে আপনারা বদলে গেছেন; যখন তখন 'হায় হায় সংবিধান' বা 'হায় হায় মানবাধিকার' বলে রব তুলেন। গণপিটুনিতে যখন মানুষ মেরে ফেলা হয়, তখন আপনারা কয়জন 'মানবাধিকার গেল গেল' বলে হৈ চৈ করেছেন। যে সমাজ ঐ বর্বরতাকে নীরব সমর্থন দেয়, তাদের সেনাবাহিনী কি করে পিটিয়ে মেরে ফেলার মানসিকতা থেকে দূরে থাকবে? ২০০১ সালে পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে ৪৪ জনকে একই মানসিকতা থেকে। আপনারা বিচিছন্নভাবে আমাদের সমস্যাগুলোকে দেখেন বলেই সমস্যার গভীরে ঢুকতে পারেন না। তাছাড়া ইন্টারনেটে দলীয় পত্রিকার রিপোর্ট ও পন্ডিত ব্যক্তিদের নিজ-মত-বাঁচানো অর্ধসত্য দিয়ে ভরা একপেশে নিবন্ধ পড়ে আপনারা দেশের কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারবেন না। ইন্টারনেটে ত' আমাদের সংবিধানও পাওয়া যায়। মন দিয়ে পড়েছেন সেটা?" তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল লোকটা মামুনের দিকে।

মামুন লজ্জায় অধোবদন হয় রইল। লোকটি বলতে থাকল - "আমাদের সংবিধান একটি অদ্ভুত ডকুমেন্ট। বাইরে থেকে মনে হবে তাবৎ মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষিত রয়েছে সংবিধানে - কিন্তু ৪৬ অনুচেছদের একটা প্রাসংগিক অংশ শুনাই - 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি .. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃংখলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইন দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন।' এরকম অবস্হায় সেনানির্যাতনে মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে এমন দাবী করবেন কি করে, সংসদ ধুম করে ইনডেমনিটি বিল পাশ করিয়ে নেবে।"

লোকটি থামার আগেই মামুন বলল -"নিশ্চয়ই আমাদের সামরিক শাসকরা আমাদের মহান সংবিধানকে এভাবে Corrupt করেছে।"

বাঘের পিঠের সওয়ারী আরো ক্ষেপে গিয়ে বলল -"কথাটা বললেন এক্কেবারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দলের লোকদের মতন। সত্যি কথা হল - এটা আমাদের ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানেই ছিল। আপনারা ভুলে গেছেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ১৯৭২ সালের সংবিধান লিখা হয় নি, লিখা হয়ছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার আংগিকে। ফলে কোন নাগরিক অধিকার নিঃশর্ত নয়, শর্ত রয়েছে পদে পদে। শর্তের কথা বলে সরকার চাইলে খর্ব করতে পারে সকল অধিকার। ইন্টারনেটে যেয়ে খেয়াল করে পড়বেন Fundamental Rights অধ্যায়। দেখবেন Freedom of movement, Freedom of speech, Rights to Property ইত্যাদি অংশে কিভাবে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে 'Subject to reasonable restrictions' বাক্যাংশটি। দু'মাস আগে সেপ্টেম্বর ২০০২ এ জাতিসংঘ থেকে একটা চমৎকার রিপোর্ট বেরিয়েছে, নাম Human Security in Bangladesh - In Search of Justice and Dignity। পড়েছেন সেটা?" আবারও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল লোকটা মামুনের দিকে।

মামুন এবারেও লজ্জায় অধোবদন হয় রইল। লোকটি বলতে থাকল- "১৩৩ পৃষ্ঠার ঐ রিপোর্টে তারা আমাদের সংবিধানের reasonable restrictions এর উলে-খ করে বলেছে কার্যতঃ জনসাধারণের কোন নাগরিক অধিকারই নেই - বিশেষ করে গরীব লোকজনের। পুলিশ চাইলেই যাকে তাকে যখন তখন reasonable suspicion এর কারণে আটক করতে পারে সংবিধান মোতাবেকই। পড়ুন সোবহানআল-াহ। হায় হায় স্বাধীন দেশের সংবিধান! গরীব লোকজন বিচারের খরচ বহন করতে পারেনা বলেই সরকারের আইনসিদ্ধ সন্ত্রাসের শিকার হয়ে আসছে তারা যুগ যুগ ধরে। ১৯৭৪ সালে জারী করা প্রথম বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিভিন্ন সংস্করণে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত গ্রেফতারকৃতদের যাদের আদালতে যাবার আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাদের প্রায় সবাই বেকসুর খালাস পেয়েছেন। ২১ বছরে এই আইনে আটকের কেস কোর্টে উঠেছে ১০২৩১টা, তার মধ্যে কোর্ট আটক বেআইনী ঘোষণা করেছে ১০১৬১ টা কেসে। অর্থাৎ ৯৯.৩% আটকই ছিল আইনের অপপ্রয়োগ। আর যারা কোর্টে যেতে পারেনি, তারা পচেছে জেলহাজতে। " থামলো লোকটা।

মামুন কি বলবে ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল-"তা, আমরা প্রবাসীরা দেশের জন্য এব্যাপারে কি করতে পারি?"

লোকটি বাঘের পিঠ থেকে নেমে মামুনের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। বলল - "আপনারা কনফারেন্স করা আর দীর্ঘতালিকার পরামর্শ দেয়া বন্ধ করে কাজে নামুন। যত্রতত্র 'হায় হায় মানবাধিকার' বা 'হায় হায় সংবিধান' রব তুলে তর্কবিতর্কে সময় নষ্ট না করে আমাদেরকে অধিকার অর্জনের পরিস্হিতি তৈরী করতে সাহায্য করুন। ধরুন এই যে জাতিসংঘের রিপোর্টটা, এটার বাংলা অনুবাদ করার টাকা তুলুন - যাতে জনগণের awareness টা বাড়ে। আমাদের ছাত্রসমাজের মাথা খেয়ে ফেলছে আমাদের দলীয় বুদ্ধিজীবিরা - নিরপেক্ষ চিন্তা করার ক্ষমতা তরুণরা দিনদিন হারিয়ে ফেলছে। অনেক ভালো ভালো রিপোর্ট বেরুচ্ছে বিদেশী ফান্ডিংয়ে, কিন্তু ইংরেজীতে লিখা এসব তথ্য বা আইডিয়া নিয়ে গণসচেতনতা বাড়ছে না। শুনেছি দু'লাখেরও বেশী বাংলাদেশী আছে আমেরিকায়। গড়ে জনপ্রতি দশ ডলার চাঁদা দিলেও ত' দুই মিলিয়ন ডলার (বার কোটি টাকা) উঠে যায়। সেই টাকা দিয়ে আপনারা বাংলাদেশের ৪৬০ টি থানায় "লাঠি-বাঁশি" সমিতির অনুকরণে সামাজিক সংঘবদ্ধতায় সাহায্য করুন। প্রতি পাঁচটি থানায় শ্রেষ্ঠ পুলিশকে আর শ্রেষ্ঠ "লাঠি-বাঁশি" সমিতিকে এক লাখ টাকা করে পুরস্কার দিন - দেখবেন প্রতিযোগিতা তৈরী হবে এবং দুর্নীতি অনেকটা কমে যাবে। এতে খরচ হবে দুই কোটি টাকারও কম। মানুষের সামনে ভাল উদাহরণ তৈরী করে দিলে মানুষ লজ্জা পায়। আপনারা ঘোষণা করুন ত্রিশ লক্ষ টাকার দশটা শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও সাজা পুরস্কার। কেসপ্রতি বিশলক্ষ টাকা বাজেট ধরে ভাল উকিল রেখে নিশ্চিত করুন এদের সাজা। দেখবেন সন্ত্রাসীরা লুকানোর জায়গা পাবে না। পাঁচকোটি টাকার বিনিময়ে আপনারা প্রতিবছর দশটা সন্ত্রাসীকে সরিয়ে একশত কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি ঠেকাতে পারেন দেশের। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার চারটা পুরস্কার ঘোষণা করুন দুর্নীতিমুক্ত মন্ত্রী আর সচিবের জন্য। দুই কোটি টাকা দিয়ে গরীবদের, বিশেষতঃ গরীব মহিলাদের, জন্য উকিল নিয়োগ করুন। আর বাকী এক কোটি টাকা দিয়ে নামুন প্রচার অভিযানে। পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেল ভরে দিন বিজ্ঞাপন দিয়ে - জাতিসংঘের রিপোর্টের পরামর্শগুলো নিয়ে ব্যাপক জনমত গড়ে

৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

করেনি। করেছে পুলিশ।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক বাংলাদেশে এমন ন্যাক্কারজনক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির, এবং অন্যান্য সময় কারণে-অকারণে সোচ্চার কলম জীবীদের নীরবতাটা রহস্যজনক। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটি বড় দলের কর্মীরাই এই অভিযানে আটক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খুন হয়েছেন। এই দুটি দল সন্ত্রাসীদের যে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে সেই দুর্বলতাই হয়তো তাদের কন্ঠের জোরকে কমিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই অপারেশন জামাত ও শিবিরের কোন কর্মীর লোম পর্যন্ত সেনাবাহিনী স্পর্শ করছে না। সাংবাদিকদের মধ্যে মাহফুজ আনামই প্রথম ডেইলি স্টারে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই অপারেশনের সমালোচনা করেছেন। আবদুল গাফফার চৌধুরী ইদানিং আনামের সমালোচনায় মুখরিত। কিন্তু আনামই প্রথম সন্ত্রাস দমনে সেনা নিয়োগের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ও খালেদা জিয়ার কাছ তার যথার্থ ব্যাখ্যা দাবি করেছেন। সরকার অবশ্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অপারেশন হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন আমাদের চোখের সামনে কয়েকটি সত্যকে আজ তুলে ধরেছে-

১। রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই সরকারই যে ব্যর্থ তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

২। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটি দল সন্ত্রাসীদের পোষে এবং দলগুলির সাথে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্রিমিনাল জগতের যোগাযোগ আছে।

৩। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও তাদের এই অপরাধ জগতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

৪। সাধারণ মানুষ সন্ত্রাস থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর মতো সেনাবাহিনীর অত্যাচার দেখতে চায় না।

এখন তাহলে কি করা যায়-

১। সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২। সন্ত্রাস দমনের জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩। সেনাবাহিনীকে কোন সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে মাঠে নামানো হয়েছিল তার ব্যাখ্যা সরকারকে দিতে হবে।

৪। সেনা নির্যাতনে যে সব মৃত্যু ঘটেছে তার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং অপরাধীদের সেনা সদস্য হলেও বিচারের মাধ্যমে এই সব হত্যার জন্য শাস্তি দিতে হবে।

৫। সেনাবাহিনী নির্যাতনের যারা শিকার হয়েছেন, অভিযুক্ত সন্ত্রাসী হলেও, তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬। পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে।

৭। সেনাবাহিনীকে মানবাধিকার বিষয়ক ট্রেনিং দিতে হবে।

৮। বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসী লালন না করবার মুচলেকা না দেয়া পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

আজ আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা কি করতে পারি-

১। বাংলাদেশর প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনী প্রধানের বিরুদ্ধে ২৪টি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে পারি।

২। আমাদের প্রথম দাবিগুলি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে দেয় সব রকম সাহায্য বন্ধের জন্য দাতা দেশগুলোর উপরে চাপ দিতে পারি।

৩। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া সহ যেসব দেশ বাংলাদেশকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্যের যে সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশের সুশাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত করবার জন্য দাবি তুলতে পারি।

৪। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ওয়াচ ডগ তৈরি করতে পারি। ❑

অটোয়া, কানাডা

নভেম্বর ২৫, ২০০২।

আড্ডা ... ৪ পৃষ্ঠার পর

তুলুন। মানুষের জোরালো দাবীতেই সম্ভব নির্বাচন কমিশনের মত স্বাধীন পুলিশ কমিশন গড়ে তুলা। আর আপনাদের তথ্য প্রকৌশলীদের বলুন একটা ওয়েবসাইট বানাতে যেখানে দুর্নীতির রিপোর্ট নেয়া হবে ও প্রকাশ করা হবে। তবে তিনটা জিনিস করবেন না - এক, দলীয় অবস্হান নেবেন না, দেশের জন্য কাজ করবেন, দলের জন্য নয়; দুই, নিজেদের সবজান্তা ভেবে কমিটি বানিয়ে সুদীর্ঘ রচনা লিখবেন না, চার ছয় লাখ টাকা খরচ করে পেশাদার কনসালট্যান্ট দিয়ে data collect করে public input নিয়ে implementable ও realistic রিপোর্ট লিখাবেন। আর তিন নম্বর কথা হল, দশ বিশ ডলার চাঁদা দেবার আগে বিশাল বিশাল দাবী তুলবেন না ও সফলতার গ্যারান্টি চাইবেন না। কিছু করতে পারেন কিনা জিজ্ঞেস করায় কিছু আইডিয়া দিলাম। চেষ্টা না করলে ত' বুঝা যাবে না এগুলো কাজে আসবে কি না। আপনারা সফল হলে লন্ডনীরা এগিয়ে আসতে পারেন। এভাবে সব প্রবাসীরা 'দেশ বাঁচাও' আন্দোলনে কথায় নয় কাজে এগিয়ে এলে আমাদের সামাজিক পুঁজি আর আপনাদের আর্থিক পুঁজির সমন্বয়ে কি ঘটতে পারে সেটা কি ভেবে দেখেছেন। দেশটাকে তালিবান বানানোর জন্য কোটি কোটি ডলার আসছে নানা দেশ থেকে, এর সাথে আপনারা কি কেবল কথা দিয়েই লড়বেন! " এই বলে লোকটা থামলো এবং মামুনকে অনেকটা জোর করেই বাঘের পিঠে উঠিয়ে দিল। বাঘটা ঘাড় ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মামুন মাটিতে পড়ে গেল।

হোটেলের ফ্লোরে মাথাটা যেয়ে লেগেছে মামুনের। মাথায় হাত বুলিয়ে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে জ্বলজ্বল করছে "প্রথম আলো" পত্রিকার নিবন্ধের শিরোনাম "নাটোরের জাগ্রত জনতাকে সালাম", লিখেছেন ডঃ বদিউল মজুমদার। মামুন চোখ ঘষে নিশ্চিত হলো যে এটা স্বপ্ন নয়। বাঘ এবং লোকটিকে কোথাও দেখা গেল না। মামুন ভাবলো শাহেদ, শান্তা, ফারহানা ও ফরিদ এরা সবাইত' ঠিকই লিখেছে। তাছাড়া এরা সবাই এতই দেশপ্রেমিক যে ঝট্ করে একশত ডলার চাঁদা দিতেও এরা দেরী করবে না। সাক্রামেন্টো ফিরেই এদেরকে ফোন করতে হবে ভাবতে ভাবতেই মামুন আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

(সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্ণিয়া)

খুন রহস্য ৪৭ পৃষ্ঠার পর

১ গ	২ ঙ	৩ ঘ
৫ ক	৪ খ	

সমাধান ঃ 'খ' খুনী।